ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে মহৎ চরিত্রের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা

ধৈর্য্য- ১

সহীহ বুখারী, 1302 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কষ্টের শুরুতে প্রকৃত ধৈর্য দেখানো হয়।

প্রথমত, ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, যখনই তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকারের ধৈর্য দেখানো হয় দুর্যোগের মানে, কঠিন শুরু থেকেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া, অবশেষে সময়ের সাথে সাথে সবার সাথেই ঘটে। এটি গ্রহণযোগ্যতা সত্য ধৈর্য নয়।

মুসলমানদের তাই নিশ্চিত করা উচিত যে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধরে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, যা কিছু চয়ন করেন তা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের জ্ঞানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হন। পরিবর্তে, তাদের অনেকবার চিন্তা করা উচিত যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে এখনও কিছু ভাল ছিল, এটি খারাপ এবং এর বিপরীতে

পরিণত হয়েছিল । মানুষের চরম অদূরদর্শীতা এবং সীমিত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বোঝা একজন মুসলিমকে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেমন কোনো আত্মাকে তাদের সামলানোর চেয়ে বেশি বোঝা দেন না, তাই ধৈর্য প্রদর্শন না করার এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখার অজুহাত কাউকেই ছাড়েন না। একটি অসুবিধার সূত্রপাত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

উপরন্তু, মুসলমানদের জন্য তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি সহজে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে এমনকি যদি তারা শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধরে থাকে, অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত মারাত্মক ফাঁদ। সে ধৈর্য ধরে কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করে শুধু একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করার জন্য। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দেয় যে একজন মুসলমান বিচার দিবসে যা নিয়ে আসবে তার জন্য পুরষ্কার পাবে, অর্থাত্, তারা মারা গেলে তাদের সাথে নিয়ে যাবে, এটি

ঘোষণা করে না যে তারা কেবল একটি কাজ করার পরে পুরস্কার পাবে, যেমন শুরুতে ধৈর্য দেখানো। একটি অসুবিধা অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 160:

"যে ব্যক্তি [বিচারের দিনে] নেক আমল নিয়ে আসবে..."

ধৈর্য - 2

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়, সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময় হোক না কেন। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিস্থিতির উপর চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উল্লেখ্য যে, মূল হাদিসে প্রতিটি অবস্থাতেই সফলতা মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলমানের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞতা জড়িত। যেখানে, মুসলিম হল এমন ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে হয়, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

ধৈর্য - 3

সুনানে ইবনে মাজা, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিয়তি নিয়ে প্রশ্ন না করার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ এটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়। তিনি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তারা তাদের স্বল্প দৃষ্টিশক্তি এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে এর পেছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করে না। এর ফলে অধৈর্যতা এবং পুরস্কারের ক্ষতি হয়। একজনকে তাদের অতীতের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি বাস্তবে খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে তাদের ধৈর্য ধরে থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, কারণ শীঘ্র বা পরে তাদের এই সুবিধাগুলি দেখানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ধৈর্য - 4

সহীহ বুখারী, 6470 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, মহান আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করবেন। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে ধৈর্যের চেয়ে বড় উপহার আর নেই।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই ধৈর্যের উপর জোর করতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহকে জানেন, তিনি ধৈর্যশীল মুসলমানকে একটি অগণিত প্রতিদান দেবেন এই সত্যটি সম্পর্কে অজ্ঞ তার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত ধৈর্য পরিস্থিতির শুরুতে দেখানো হয়, পরে নয়। যখন কেউ পরে ধৈর্য প্রদর্শন করে, তখন এটি গ্রহণযোগ্যতা, যা এমনকি সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে।

পরিশেষে, ধৈর্য অবলম্বন করা জরুরী কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানে প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তির মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা সম্ভব নয়। অতএব, যারা এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি দুর্দান্ত উপহার।

ধৈর্য - 5

ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 492 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে তার আকার নির্বিশেষে কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমন ছিদ্র করা। একটি কাঁটা, বা কোন মানসিক অসুবিধা, যেমন চাপ, মহান আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তাদের পাপ মুছে ফেলা ছাড়া।

এটি ছোট পাপকে বোঝায়, কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি ঘটে যখন একজন মুসলিম কষ্টের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য দেখাতে পারে। এটি সত্য ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। সুনানে আন নাসাই, 1870 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে, কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্যতা দেখিয়ে তার পুরস্কার নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, তাদের ছোটখাট পাপগুলোকে এই অসুবিধার মধ্য দিয়ে মুছে ফেলার পর বিচার দিবসে পৌঁছানো অনেক ভালো। একজন মুসলমানের উচিত ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ছোটখাটো পাপ মোচনের জন্য সৎ কাজ করার চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোন শারীরিক বা মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত তাদের ছোটখাট পাপ মুছে ফেলার এবং একটি অগণিত পুরস্কার পাওয়ার আশায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

যে ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত অসুবিধার মোকাবিলা করে, যার মধ্যে রয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা বা অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের আচরণে আন্তরিক অনুশোচনা যোগ করা, তাদের ছোট ও বড় উভয় গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, আল্লাহ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যারা অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার এবং এর মধ্যে রয়েছে, করা। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার জন্য।

একজন এই পদ্ধতিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়েছে, তারা উভয় জগতের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

ধৈর্য - 6

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। একজন ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যু কামনা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয়, তবে তাদেরও জবাবদিহি করা হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

ধৈর্য - 7

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটা নির্দিষ্ট প্রজ্ঞা নিয়ে চিন্তা করছিলাম কেন লোকেরা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং স্বাস্থ্যের মতো আশীর্বাদের ক্ষতি হয়। প্রায়শই যখন মুসলমানরা বিশেষভাবে আশীর্বাদ পায়, তাদের প্রয়োজনের বাইরে, এটি তাদের পরকাল থেকে বিভ্রান্ত করে এবং পরিবর্তে তাদের মনকে এই জড় জগতের দিকে মনোনিবেশ করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, একটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা হল একজন মুসলমানের মনোযোগকে পুনরায় ফোকাস করা যেটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যিনি তাদের ফোন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে তারা একটি আসন্ন যানবাহন না দেখে রাস্তা পার হন। অন্য একজন ব্যক্তি হিংস্রভাবে তাদের সামনের গাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যায় যা তাদের এখনও কষ্ট দেয়, তাদের জীবন বাঁচায়। যদিও হিংস্রভাবে টানাটানি কষ্ট এবং এমনকি যন্ত্রণার কারণ হয় তবে এটি শুধুমাত্র তাদের মনোযোগকে জীবন হুমকির নাম, আসন্ন গাড়ির দিকে পুনরায় ফোকাস করার জন্য করা হয়। একইভাবে, পরকালের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাদের মনোযোগ পুনরায় ফোকাস করার জন্য একজন মুসলিম মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কোনো মুসলমানকে যদি কোনো অসুবিধা ছাড়াই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যময় সময়ের মুখোমুখি হতে দেওয়া হয় তবে সন্দেহ নেই যে তারা এই জড় জগতের আধিক্য উপভোগ করতে করতে হারিয়ে যাবে। দীর্ঘমেয়াদে এই অবহেলা তাদের জন্য বিপর্যয়কর হবে। তাই আখেরাতের কঠিন কঠিনতা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য তারা একটি ছোট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাই মুসলমানদের উচিত প্রতিবার এই সত্যটি মনে রাখা উচিৎ তারা যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যাতে তারা এই অত্যাবশ্যকীয় সুবিধার প্রতি অধৈর্যতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন না করে এই নিয়ামতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং সঠিকভাবে কাজ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহের একটি।

ধৈর্য - ৪

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। ধার্মিক পূর্বসূরিরা তাদের জীবনে কত বড় পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং কীভাবে তারা ধৈর্য ও মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠল সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছিলাম। এটি অর্জনের একটি উপায় হল সবসময় একজনের অসুবিধাকে কঠিন এবং আরও গুরুতর অসুবিধার সাথে তুলনা করা। যখন কেউ এটি করে তখন এটি তাদের সমস্যাটিকে ছোট এবং কম তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করবে। মনোযোগের এই পরিবর্তন একজন মুসলিমকে ধৈর্য ধরতে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকতে সাহায্য করতে পারে। এটি একটি জাগতিক উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন গুরুতর মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে যে তাদের কাছে মনে হয় পৃথিবী তাদের চারপাশে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু এই একই ব্যক্তি যদি একটি জাহাজে থাকে যেটি একটি বরফখণ্ডে আঘাত হানে এবং একটি জমাট সাগরের মাঝখানে ডুবে যেতে পারে তবে তাদের গুরুতর মাইগ্রেনকে বড় ব্যাপার বলে মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্ভবত এটির দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হবে না কারণ তাদের পুরো মনোযোগ আসন্ন জীবন-হুমকির বিপদের দিকে স্থানান্তরিত হবে, যেমন ডুবে যাওয়া জাহাজ। বিপদের সময় মুসলমানের এমনই আচরণ করা উচিত। যখন তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে এটি আরও খারাপ হতে পারে এবং তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার উপর ফোকাস করার চেষ্টা করে। এটি তাদের থেকে আরও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে অর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। অথবা তারা মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো অনেক বড় সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারে। এই তুলনা তাদের অসুবিধা এবং এর প্রভাবের তাত্পর্যকে কমিয়ে দেবে, যার ফলে তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য্য ও অবিচল থাকতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

ধৈর্য - 9

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পিতামাতারা প্রায়শই জিনিসগুলি কেড়ে নেয় বা তাদের বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য অস্বাস্থ্যকর খাবারের মতো কিছু জিনিস পেতে বাধা দেয়। এই আচরণটি প্রায়ই শিশুকে দুঃখিত বা রাগান্বিত করে কারণ তারা তাদের পিতামাতার কর্মের পিছনে প্রজ্ঞা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকে। এই পিতামাতার আচরণ এমন কিছু যা সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং সঠিকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এটি একটি ভাল এবং দায়িত্বশীল পিতামাতার বৈশিষ্ট্য। একইভাবে, জীবনে মানুষ প্রায়শই মহান আল্লাহ কর্তৃক কিছু পার্থিব জিনিস পেতে হারায় বা বাধা দেয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাবা-মা যেমন তাদের সন্তানদের থেকে ক্ষতিকারক জিনিসগুলিকে দূরে রাখেন যদিও তাদের সন্তানরা তাদের পছন্দের কারণ বুঝতে পারে না ঠিক একইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও জ্ঞান অনুসারে এই পদ্ধতিতে কাজ করেন তাঁর সুরক্ষার জন্য। ভৃত্য এমনকি যদি মানুষ তার পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে. অতএব, যখনই একজন মুসলমান নিজেকে এই পরিস্থিতিতে দেখতে পায় তাদের উচিত এই সহজ উদাহরণের প্রতি চিন্তা করা, যা তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে না, যাতে তারা ধৈর্য ধরে থাকতে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার খোদায়ী সুরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের মঞ্জুর করেছেন। তাদের রাগ এবং অধৈর্য হয়ে অপরিণত শিশুর মতো আচরণ করা উচিত নয় কারণ প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের চেয়ে ভাল আচরণ করার জন্য বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাচ্চাদের এমন আচরণ থেকে মাফ করা হয় কারণ তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের এটির অভাব হওয়া উচিত নয় এবং তাই উভয় জগতে তাদের আচরণের জন্য দায়বদ্ধ হবে।

ধৈর্য - 10

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। প্রতিদিন মানুষ হারাচ্ছে তাদের প্রিয়জনকে। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি। একজন মুসলিম অনেক কিছু মনে রাখতে এবং কাজ করতে পারে যা তাদের এই অসুবিধার সময় সাহায্য করতে পারে। একটি বিষয় হল পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। অর্থ, কেউ যা হারিয়েছে তার জন্য দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের উচিত ভাল জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত যা তারা চলে গেছে যার মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে, যেমন তাদের ভাল পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা। যখন কেউ এটির প্রতি চিন্তাভাবনা করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তাকে না জানার পরিবর্তে তাকে হারানোর আগে তাকে চেনা ভাল ছিল। এটি বিবৃতির অনুরূপ, আদৌ প্রেম না করার চেয়ে ভালবাসা এবং হারিয়ে যাওয়া ভাল। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই বিবৃতিটি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয় এবং অপব্যবহার করা হয় তবে এইভাবে ব্যবহার করা হলে এটি সঠিক এবং সহায়ক।

উপরন্তু, একজন মুসলিম যে নিঃসন্দেহে পরকালে বিশ্বাস করে তার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হয় না। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা শুধুমাত্র পরলোকগত পৃথিবীতে আবার দেখা করার জন্য এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই মনোভাব এই ধরনের অসুবিধার সময় একজনকে বাকি রোগীদের সাহায্য করতে পারে। এবং এটি তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে যাতে তারা আশ্রয়ের বাগানে তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের শেষ বিশ্রামস্থলে পুনরায় মিলিত হতে পারে, চিরতরে।

ধৈর্য - 11

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একটি গুরুতর বিপর্যয়ের সাথে মোকাবিলা করার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু এবং এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন একটি গুরুতর অসুবিধা, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে, তখন দীর্ঘ সময়ের জন্য শোক করার জন্য সবকিছু ছেড়ে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন রুটিনে এবং জীবনে ফিরে আসা ভাল। . যদিও, ইসলাম এখনও যারা মারা গেছে তাদের জন্য শোক করা নিষিদ্ধ করে না, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহীহ বুখারী, 5339 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, লোকেদের তিনের বেশি শোক করা উচিত নয়। তার মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর ব্যতীত দিন, যা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এর পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল যে যখন কেউ শোক করার জন্য সমস্ত কিছু ফেলে দেয়, তখন এটি কেবল তাদের অসুবিধার বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার সময় দেয়। এটি একজনকে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারে এবং মহান আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, কারণ তারা তাদের মনের বিপর্যয়কে অতিক্রম করার জন্য এত সময় ব্যয় করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, নিজের মনে বিপর্যয়কে পুনরায় খেলা এবং মনে করা যে এটি এড়ানো যেতে পারে, কেবলমাত্র শয়তানের দরজা খুলে দেয়, যা অধৈর্যতার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত তিন দিন পরে এগিয়ে যাওয়া এবং একজনের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা, একজনকে শোক করার অনুমতি দেয় তবে খুব গভীরভাবে অসুবিধায় না পড়ে। একটি স্বাভাবিক রুটিন একজন ব্যক্তিকে তাদের বিপর্যয় থেকে বিক্ষিপ্ত করে এবং তাদের বৃহত্তর চিত্রে পুনরায় ফোকাস করতে সাহায্য করে, যা তাদের অধৈর্য হতে বাধা দেয়। তাই মুসলমানদের উচিত সৎকর্ম সম্পাদনে নিজেদের ব্যস্ত রাখা যা মহান আল্লাহর রহমতকে আকৃষ্ট করে অথবা তাদের চাকরির মতো বৈধ পার্থিব কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা উচিত। এবং শেষের দিনগুলির জন্য শোক করার জন্য তাদের সবকিছু ছেড়ে দেওয়া এড়ানো উচিত, কারণ এটি প্রায়শই তাদের একটি অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায় যা থেকে পালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ধৈর্য - 12

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি ডাক্তারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের রোগীদের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে এবং এর ফলে আসা অসুবিধার সাথে সাহায্য করতে পারে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন, যা তাদের ডাক্তার লিখে দেন, তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, সব সময় বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তবুও অনেক মুসলিম মহান আল্লাহর উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যাগুলি নিয়ে আসে, ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল, এমনকি তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করলেও, ঠিক যেমন তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

" বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমাদের আর কিছুই হবে না। তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা।" সুতরাং মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।"

যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞান তারা কখনই বুঝতে পারবে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলিমের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে মৌখিকভাবে বা কারও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ধৈর্য - 13

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

“আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন মুহূর্তগুলি অবশেষে তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অনুসরণ করবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের সহজতা দান করেছেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আনুগত্যশীল মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

ধৈর্য - 14

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার 1- এ থাকে যা আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তানকে তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলিমকে তৃপ্তির বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি পরিস্থিতিই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল হওয়া বা আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, আরাম ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের

বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে বসে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে এমন আচরণ করা যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে

সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করা, যেগুলি ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে প্রদত্ত পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর প্রতিফলন একজন মুসলিমকে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবেন না যাকে তারা ভয় করে, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

ধৈর্য - 15

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন কেউ বিশ্বজুড়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে, বিশেষ করে মুসলমানরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা বাহ্যিক চেহারার উপর ভিত্তি করে ঐশ্বরিক সাহায্যের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য মহান আল্লাহ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে সহায়তা করে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। এই বাস্তবতাগুলির মধ্যে একটি হল যে লোকে প্রায়শই যেভাবে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করে সে অনুযায়ী ঐশ্বরিক সাহায্য ঘটে না। একজন ব্যক্তির উপলব্ধি এবং চিন্তা অত্যন্ত সীমিত, যেখানে মহান আল্লাহর ঐশী উপলব্ধি এবং জ্ঞান অসীম। তাই তিনি নিপীড়িতদের জন্য তাঁর সাহায্যের মতো জিনিসগুলিকে তাঁর পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারণ করেন, যা মানুষের উপলব্ধি ও বোধগম্যতার বাইরের বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে, যাতে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য সর্বোত্তম জিনিসটি ঘটে তা নিশ্চিত করা যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটি একই রকম যে একজন ডাক্তার কীভাবে একটি তিক্ত ওষুধ লিখে দিতে পারেন, যা বাহ্যিকভাবে অসুস্থ রোগীকে সাহায্য করে না তবুও দীর্ঘমেয়াদে এটি তাদের পক্ষে থাকে, কারণ এতেই তাদের নিরাময় রয়েছে।

মহান আল্লাহর খোদায়ী সাহায্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে, দীর্ঘমেয়াদে অনুপস্থিত বলে মনে হয়েছিল এবং বৃহত্তর চিত্রটি বিবেচনায় নেওয়া যে কেউ বোঝার চেয়ে বেশি উপকারী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ইউসুফ (আঃ) কে একটি নির্জন কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তার ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল, যখন তিনি শুধুমাত্র শিশু ছিলেন। তারপর তাকে দাসত্বে বিক্রি করা হয় এবং তারপর অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়। তার সাথে যা ঘটেছে তা দেখলে যে কেউ বিশ্বাস করবে যে, মহান আল্লাহর সাহায্য তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবুও, দীর্ঘমেয়াদে এই ঘটনাগুলি নিশ্চিত করেছিল যে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের অর্থমন্ত্রী হবেন যা তাকে তার সময়ে ঘটে যাওয়া এক মহা দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু রোধ করতে দেয়। সুতরাং বাস্তবে, মহান আল্লাহর সাহায্য তাঁর বা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কখনই অনুপস্থিত ছিল না। পরিবর্তে, ঐশ্বরিক সাহায্য এমনভাবে ঘটেছে যা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে ছিল এবং এর ফলে জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল হয়েছিল। অতএব, মহান আল্লাহর সাহায্য প্রায়শই এমনভাবে আসে না যা সুস্পষ্ট বা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী আসে না, কারণ এটি জড়িতদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফলের ফল দেয় না।

উপসংহারে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা জরুরী যাতে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা জানা ও বোঝা যায়। এর ফলে একজনের বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যকে শক্তিশালী করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 214:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"

ধৈর্য - 16

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 29-30 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের এত ক্ষতির মূল কারণ ছিল তীরন্দাজদের ভুল ধারণা। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর আদেশ আর প্রয়োগ করা হয়নি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করবে, ততক্ষণ তারা সফলতা পাবে কিন্তু যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয় তবে এই সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 63:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে রসূলের ডাককে একে অপরের ডাকের মতন করো না। আল্লাহ ইতিমধ্যেই জানেন যে তোমাদের মধ্যে যারা অন্যের দ্বারা লুকিয়ে চলে যায়। সুতরাং যারা তাঁর [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সাবধান হওয়া উচিত, পাছে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে বা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না হয়।"

উপরন্তু, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এটি প্রথাগত ছিল যে, কখনও কখনও তাদের শত্রুদের উপর আধিপত্য অর্জন করা এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের শত্রুরা শীর্ষস্থান অর্জন করে, যদিও চূড়ান্ত বিজয় সর্বদা মহানবীদের

পক্ষে হয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের কারণ হল মুনাফিক ও সুবিধাবাদীদের থেকে প্রকৃত মুমিনদের আলাদা করা, যারা সর্বদা পার্থিব সুবিধা অর্জনের জন্য সফল দলে যোগ দেয়। যদি মহানবী (সা.) সর্বদা বিজয়ী হতেন, তাহলে মুনাফিক ও সুবিধাবাদীরা খাঁটি মুমিনদের থেকে অক্ষম হয়ে যেত। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা হেরে যান, তাহলে তা তাদের মিশনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 140:

“যদি একটি ক্ষত আপনাকে স্পর্শ করে - ইতিমধ্যেই [বিরোধীদের] লোকেদের স্পর্শ করেছে তার অনুরূপ ক্ষত। এবং এই দিনগুলিতে [বিভিন্ন অবস্থার] আমরা লোকেদের মধ্যে পরিবর্তন করি যাতে আল্লাহ তাদের প্রকাশ করতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে শহীদদের গ্রহণ করতে পারে..."

জয়-পরাজয়ের এই পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হল মুমিনদের শেখানো যে কিভাবে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই অবলম্বন করতে হয়। যদি তারা সব সময় হেরে যায়, তাহলে তারা ধৈর্যশীল হতে পারে কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া কঠিন হবে। যদি তারা সব সময় জিতে যায়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য অবলম্বন করার জন্য সংগ্রাম করবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন তাদের ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, দুটি অর্ধেক যা উভয় জগতে সাফল্য পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা- ১

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায়, সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময় হোক না কেন। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিস্থিতির উপর চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উল্লেখ্য যে, মূল হাদিসে প্রতিটি অবস্থাতেই সফলতা মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলমানের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং আরামের সময়ে কৃতজ্ঞতা জড়িত। যেখানে, মুসলিম হল এমন ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে হয়, তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে।

কৃতজ্ঞতা - 2

জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল নেয়ামতের উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন, তিনি কম নন, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ কখনো কখনো একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন তার পিতামাতা। যেহেতু মাধ্যমগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ভাল চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বদা তাদের আকার নির্বিশেষে অন্যদের কাছ থেকে যে কোনও সাহায্য বা সমর্থন প্রাপ্তির জন্য প্রশংসা করতে হবে। তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনি আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের অবশ্যই সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে তাদের সাহায্য করেছে, কারণ তারাই সেই মাধ্যম যা সৃষ্টি ও মনোনীত করেছে। মহান আল্লাহ। একজন মুসলমানের উচিত মৌখিকভাবে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান দিয়ে, তাদের উপায় অনুসারে, যদিও এটি তাদের পক্ষে কেবল একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যার অর্থ, একজন ব্যক্তি, সে মহান আল্লাহকে সরাসরি দেখানোর সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না এবং তাই তাকে নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যদি একজন মুসলিম আশীর্বাদ বৃদ্ধি করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে যেমন আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি।

কৃতজ্ঞতা - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4142 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী তাদের পরিবর্তে যাদের কাছে বেশি আছে, কারণ এটি তাদের হতে বাধা দেবে। মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ভুলভাবে অন্যের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, যা তাদের নিজের জীবনের চেয়ে ভালো বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ লোকেরা প্রায়শই সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করে এবং ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন আরও ভাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধারণাটি সত্য নয়, কারণ যারা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে তারা হয়তো এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে যা অন্যরা তাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় না। একজন বহিরাগত শুধুমাত্র একটি অগভীর দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি তারা পুরো গল্পটি দেখতে পায় তবে তারা বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকেই সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তারা যা-ই হোক বা কত বিখ্যাত হোক না কেন, তাদের নিখুঁত জীবন নেই। প্রায়শই এই ভুল ধারণা মিডিয়ার কারণে হয়। কিন্তু লোকেরা মনে রাখতে ব্যর্থ হয় যে মিডিয়ার উদ্দেশ্য হল সেলিব্রিটিদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছবি আঁকা যা পড়তে আকর্ষণীয় দেখায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি তারা শুধুমাত্র চিনির প্রলেপ ছাড়াই তথ্য জানায়, তবে তাদের বেশিরভাগ গ্রাহক তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

মুসলমানদের অবশ্যই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি শয়তানের একটি হাতিয়ার যারা এটি ব্যবহার করে মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই হাদীসে যে সঠিক মন-মানসিকতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি

অকৃতজ্ঞ হতে বাধা দেবে। যখনই একজন মুসলিম অকৃতজ্ঞ বোধ করে তখনই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত অগণিত লোকের দিকে যারা গুরুতর দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করবে, তিনি তাদের যা দিয়েছেন তার জন্য। এই কৃতজ্ঞতা কার্যত দেখানো হয় যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

ঘাস বেড়ার অন্য পাশে সবুজ নয়, এটি আসলে নিজের পাশে যথেষ্ট সবুজ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সর্বদা তাদের থেকে ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের পালন করা উচিত। এই মনোভাব একজনকে অলসতা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখবে যখন তারা তাদের থেকে কম নিবেদিত ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ইসলামের প্রতি কম নিবেদিত অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা এমনকি একজনকে তাদের পাপের ন্যায্যতা এবং ছোট করতে উত্সাহিত করতে পারে, যা অবলম্বন করা একটি বিপজ্জনক

পথ। যারা ইসলামের প্রতি আরও নিবেদিত তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের উত্সর্গে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা।

কৃতজ্ঞতা - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনা ভাইরাস এবং এর সাথে সম্পর্কিত শারীরিক বিধিনিষেধ, যেমন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অগণিত আশীর্বাদ উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই উপলব্ধি তাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত করবে, যা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। মুসলমানরা প্রায়শই এই আশীর্বাদগুলি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন যখনই ইচ্ছা তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা।

উপরন্তু, এই সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ পবিত্র কুরআন সতর্ক করে যে যারা নেতিবাচক উপায়ে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা এই আশীর্বাদগুলি অপসারণের দ্বারা অসুবিধার সাথে পরীক্ষা করা হয়েছিল। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

উদাহরণস্বরূপ, যে কেউ বাধ্যতামূলক জামাতে নামাজের সময় বেশিরভাগ মসজিদ দেখেন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে স্থানীয় মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানে উপস্থিত হয় না। মসজিদে উপস্থিত হওয়া মহান আল্লাহ কর্তৃক একটি মসজিদ মঞ্জুর করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূল সারমর্ম। কিন্তু যত মুসলমান এই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে , মহান আল্লাহ তাদের এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে বন্ধ করে পরিস্থিতি পরিবর্তন করেছেন।

তাই মুসলমানদের উচিত নিয়মিতভাবে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদ মূল্যায়ন করা যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার সন্তুষ্টি ও আদেশ অনুসারে ব্যবহার করে। এটি একটি ইতিবাচক উপায়ে জিনিসগুলিকে পরিবর্তন করতে এবং তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে বাড়িয়ে তুলবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

উপরন্তু, এই সামাজিক বিধিনিষেধগুলি মুসলমানদেরকে তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্যও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, যা সাধারণত সময়ের সাথে সাথে চলে যায়, যেমন সুস্বাস্থ্য এবং সময়। যে ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, তারা দেখতে পাবে যে তারা আল্লাহর কাছ থেকে একই সমর্থন এবং পুরষ্কার পাবে, এমনকি যখন তারা শেষ পর্যন্ত এই নিয়ামত হারাবে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা তাদের নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়

তারা তাদের কাছে থাকা অবস্থায় সওয়াব লাভ থেকে হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদের হারাবে। এটি একটি প্রকাশ্য ক্ষতি।

কৃতজ্ঞতা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায়, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা অসুবিধার সময়ে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা । কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা প্রায়ই শিথিল হয় এবং অলস হয়ে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারনত কঠিন সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের আনুগত্য বৃদ্ধি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই অসুবিধার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পাপ করে থাকে, যেমন তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ত্যাগ করা। যদি কেউ ইতিহাসের বিভিন্ন বিপথগামী ব্যক্তিদের যেমন ফেরাউন এবং কুরুনের পর্যালোচনা করে দেখেন যে তাদের পাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই বহুগুণ বেড়ে যায়। যে কেউ একটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেখানে তারা আটকে আছে এবং ধৈর্য ধরে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের পাপের সম্ভাবনা কম কারণ তারা তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও, একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি উপভোগ করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন এবং জাগতিক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হবেন যা প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্যের সম্মুখীন একজন ব্যক্তির পাপের সম্ভাবনা কম কারণ অনেক পাপের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। যদিও, একজন ধনী ব্যক্তি সেই পাপগুলি করার জন্য সহজ অবস্থানে থাকে, যেমন অ্যালকোহল বা ড্রাগ কেনা। তাই মুসলমানদের উচিত এই বিষয়টি খেয়াল রাখা এবং নিশ্চিত করা যে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে যাতে তারা পাপ ও অবাধ্যতায় না পড়ে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে, সে তাদের কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে যা তাদের সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। . অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe